

# পরিচালনা বিধি

বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন  
(বি.পি.এস.)

৫ম সংশোধনী, ১২ ডিসেম্বর, ২০২৪

## সূচিপত্র

সংগঠনের নাম	৫
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	৫
কর্মসূচি	৫
জনশক্তির স্তর	৫
সদস্য হওয়ার শর্তাবলী	৫
সদস্য	৬
কর্মী	৬
প্রাথমিক সদস্য	৭
সদস্যপদ মঞ্জুরকরণ	৭
সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৭
সদস্যপদ বাতিলকরণ	৮
সাংগঠনিক কাঠামো	৯
কেন্দ্রীয় সংগঠন	৯
কেন্দ্রীয় সভাপতি	৯
কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য	১০
কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভা	১০
কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার অধিবেশন	১১
কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার ক্ষমতা	১১
কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার কর্তব্য	১২
কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার সদস্যের পদচ্যুতি	১২
কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ	১৩
উপদেষ্টা মণ্ডলী	১৪
জেনারেল সেক্রেটারি	১৫
প্রাদেশিক সংগঠন	১৫
প্রাদেশিক সভাপতি	১৬
প্রাদেশিক সভাপতির কর্তব্য	১৬
প্রাদেশিক পরামর্শ সভা	১৭

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

প্রাদেশিক পরামর্শ সভার অধিবেশন	১৭
প্রাদেশিক পরামর্শ সভার কর্তব্য	১৮
প্রাদেশিক পরামর্শ সভার ক্ষমতা	১৮
প্রাদেশিক পরামর্শ সভার সদস্যের পদচ্যুতি	১৯
প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী পরিষদ	১৯
প্রাদেশিক সহ-সভাপতি	২১
প্রাদেশিক সেক্রেটারি	২১
মহিলা বিভাগ	২১
শহর সংগঠন	২২
শহর সভাপতি	২৩
শহর সভাপতির কর্তব্য	২৩
শহর পরামর্শ সভা	২৩
শহর পরামর্শ সভার কর্তব্য	২৪
শহর পরামর্শ সভার ক্ষমতা	২৫
শহর পরামর্শ সভার সদস্যের পদচ্যুতি	২৫
শহর কার্যনির্বাহী পরিষদ	২৬
শহর সেক্রেটারি	২৭
শহর মহিলা বিভাগ	২৭
এলাকা সংগঠন	২৮
উপশাখা সংগঠন	২৮
সহযোগিতা	২৯
অডিট	২৯
সংগঠনে মতবিরোধের সীমা	৩০
নির্বাচন কমিশন	৩১
নির্বাচন	৩১
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নিয়োগ ও উপনির্বাচন	৩২
পরিচালনা বিধি সংশোধন	৩২
বিবিধ	৩৩

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

---

সদস্যের শপথ নামা	৩৩
কেন্দ্রীয় সভাপতি শপথ নামা	৩৪
প্রাদেশিক সভাপতি/সহ-সভাপতির শপথ নামা	৩৫
শহর সভাপতি/সহ-সভাপতির শপথ নামা	৩৬
নির্বাচন পরিচালক/সহকারী নির্বাচন পরিচালকের শপথ নামা	৩৯
মহিলা বিভাগীয় পরামর্শ সভার সদস্যগণের শপথ নামা	৪০
কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের ও অধঃস্তন সংগঠনের সেক্রেটারি, সহকারী সেক্রেটারি, সহযোগিতা সেক্রেটারি, মহিলা বিভাগীয় সেক্রেটারি ও কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্যান্য সদস্য/সদস্যের শপথ নামা	৪১
পরিচালনা বিধি সংক্রান্ত তথ্যঃ	৪২

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

### পরিচালনা বিধি

বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

সংগঠনের নাম

#### ধারাঃ ১

বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)।

#### উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

#### ধারাঃ ২

ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনে ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তুয়ালার সন্তুষ্টি অর্জন।

#### কর্মসূচি

#### ধারাঃ ৩

এই সংগঠনের কর্মসূচি হবে নিম্নরূপঃ

১। প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে ইসলামের সঠিক দাওয়াত সম্প্রসারণ।

২। সংঘবদ্ধ জীবন যাপন এবং জনশক্তির সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন।

৩। উর্ধ্বতন সংগঠন কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন।

#### জনশক্তির স্তর

#### ধারাঃ ৪

এই সংগঠনের জনশক্তি তিন স্তরে বিভক্ত হবে। যথাঃ সদস্য, কর্মী ও প্রাথমিক সদস্য।

#### সদস্য হওয়ার শর্তাবলী

#### ধারাঃ ৫

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

### সদস্য

যে কোন প্রবাসী বাংলাদেশী পুরুষ বা মহিলা যিনি নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পূরণ করবেন তিনি এই সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন।

(ক) ইসলামের মৌলিক আকীদাহ এবং উর্ধ্বতন সংগঠনের বিঘোষিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, কর্মসূচি, কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা এবং ঐকমত্য পোষণ করা।

(খ) নিয়মিত সাংগঠনিক বৈঠকসমূহে যোগদান এবং সংশ্লিষ্ট বৈঠকে ব্যক্তিগত রিপোর্ট প্রদান।

(গ) ইসলামী শরীয়াহর সীমারেখার ভেতর থেকে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যশীল থাকা এবং সাংগঠনিক নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলা।

(ঘ) নিয়মিত সহযোগিতা প্রদান।

(ঙ) নিয়মিত দাওয়াতি কাজ করা।

(চ) ব্যক্তিগত জীবনে ফরজ, ওয়াজিব ও হালাল হারামের সীমা সঠিকভাবে পালন এবং কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকা।

(ছ) গায়রে ইসলামী কোন সংস্থা বা সংগঠনের সাথে সম্পর্ক না রাখা।

(জ) সংগঠনের দায়িত্বশীলদের দৃষ্টিতে সদস্য হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হওয়া।

### কর্মী

#### ধারাঃ ৬

যে কোন প্রবাসী বাংলাদেশী পুরুষ বা মহিলা যিনি-

(ক) ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখবেন।

(খ) বৈঠকে উপস্থিত হবেন।

(গ) নিয়মিত সহযোগিতা দেবেন।

(ঘ) দাওয়াতি কাজে অংশ গ্রহণ করবেন এবং

(ঙ) সামাজিক কাজ করবেন তিনি এ সংগঠনের কর্মী হতে পারবেন।

## প্রাথমিক সদস্য

### ধারাঃ ৭

যে কোন প্রবাসী বাংলাদেশী পুরুষ বা মহিলা যিনি এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং কর্মসূচির সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন এবং কর্মীর শর্তাবলীর যে কোন দুটি শর্ত পূরণ করেন তিনি এই সংগঠনের প্রাথমিক সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।

## সদস্যপদ মঞ্জুরকরণ

### ধারাঃ ৮

(ক) সদস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তি সদস্য হবার অভিপ্রায় জানালে কেন্দ্রীয় সংগঠন কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় আবেদনপত্র প্রাদেশিক সভাপতির নিকট পৌঁছাবেন।

(খ) প্রাদেশিক সভাপতি আবেদনকারীর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করবেন, সন্তোষজনক মনে হলে আবেদনপত্র প্রাদেশিক পরামর্শ সভায় পেশ করবেন এবং তার সদস্যপদ মঞ্জুরির জন্য কেন্দ্রীয় সভাপতির নিকট প্রেরণ করবেন।

(গ) সদস্য পদের মঞ্জুরি প্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাদেশিক সভাপতি অথবা তাঁর প্রতিনিধির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করবেন এবং তখন থেকে তিনি সদস্য বলে গণ্য হবেন।

(ঘ) যদি কোন সদস্য তাঁর কর্মস্থল থেকে বিদায় নিয়ে নিজদেশে বা অন্য কোন দেশে চলে যান তা হলে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সদস্য পদ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পরবর্তীতে তিনি ফিরে আসলে তাকে যথা নিয়মে সদস্য হতে হবে।

## সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য

### ধারাঃ ৯

সংগঠনের সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণের পর প্রত্যেক সদস্য নিজের জীবনে নিম্নরূপ পরিবর্তন আনতে সর্বদা আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালাবেনঃ

১। দ্বীন সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান অর্জন করা যাতে তিনি ইসলাম ও জাহিলিয়াতের পার্থক্য বুঝতে পারেন এবং শরীয়তের সীমা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবেন।

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

- ২। কুরআন সুন্নাহর বিপরীত সকল প্রকার জাহেলী নিয়ম প্রথা, রসম-রেওয়াজ এবং কুসংস্কার হতে নিজের জীবনকে মুক্ত ও পবিত্র করবেন।
- ৩। আত্মসন্তরিতা ও পার্থিব স্বার্থের ভিত্তিতে যে সব হিংসা বিদ্বেষ, ঝোঁক-প্রবণতা, ঝগড়া-ঝাটি ও বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং ইসলামে যে সব বিষয়ের কোনই গুরুত্ব নেই তা হতে নিজের অন্তর ও জীবনকে পবিত্র রাখবেন।
- ৪। ফাসিক ও আল্লাহ বিমুখ লোকদের সহিত দ্বীনের প্রয়োজন ব্যতীত আর কোন সম্পর্ক না রাখা।
- ৫। নিজের সকল কাজ কর্ম আল্লাহ ভীতি, রাসূলের আনুগত্য, সততা ও ন্যায় পরায়াণতার ভিত্তিতে সম্পন্ন করবেন।
- ৬। সংগঠনের ভাব মর্যাদা ক্ষুণ্ণকারী কাজ ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী তৎপরতায় জড়িত না থাকা এবং কাউকে একাজে জড়িত হতে দেখলে তাকে বিরত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা।
- ৭। নিজ পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও আশ-পাশের লোকদেরকে ইসলামী নীতি অনুস্মৃতির আলোকে গড়ে তুলবেন।
- ৮। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবেন।

### সদস্যপদ বাতিলকরণ

#### ধারাঃ ১০

(ক) পরিচালনা বিধিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং সদস্য হওয়ার শর্তাবলী, সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সংগঠনের ভাব মর্যাদা ক্ষুণ্ণকারী কোন কাজে জড়িতে হলে, কর্মসূচির বিপরীত কোন কাজ করলে শহর সভাপতি শহর পরামর্শ সভা অথবা সদস্য বৈঠকের পরামর্শক্রমে কোন সদস্যের সদস্যপদ অনধিক তিন মাসের জন্য মূলতবী করতে পারবেন।



## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

(খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত সময়ের মধ্যে সংশোধিত না হলে শহর সভাপতি তার মূলতবীকাল বৃদ্ধি করে প্রাদেশিক সভাপতির মাধ্যমে তার সদস্যপদ বাতিলের সুপারিশ কেন্দ্রে পেশ করবেন।

(গ) উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সাথে আলাপ করে ও উর্ধ্বতন সংগঠনের অনুমোদন সাপেক্ষে যথাশীঘ্র সম্ভব উক্ত সদস্যের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

### সাংগঠনিক কাঠামো

#### ধারাঃ ১১

এই সংগঠনের সাংগঠনিক স্তর হবে নিম্নরূপ। যথাঃ কেন্দ্রীয় সংগঠন, প্রাদেশিক সংগঠন, শহর সংগঠন, এলাকা সংগঠন এবং উপশাখা সংগঠন। সদস্যগণের সরাসরি গোপন ভোটে সকল স্তরের দায়িত্বশীল নির্বাচিত হবে, তবে কোথাও পাঁচের কম সদস্য থাকলে সেখানে প্রয়োজনে দায়িত্বশীল মনোনীত করা যাবে।

### কেন্দ্রীয় সংগঠন

#### ধারাঃ ১২

(ক) কেন্দ্রীয় সভাপতি, কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভা ও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় সংগঠন গঠিত হবে।

### কেন্দ্রীয় সভাপতি

#### ধারাঃ ১৩

(ক) প্রবাসী সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার বিদায়ী সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য, প্রাদেশিক পরামর্শ সভার বিদায়ী সদস্য ও উপদেষ্টাগণের মতামতের ভিত্তিতে ০২ (দুই) বছরের জন্য কেন্দ্রীয় সভাপতি নিযুক্ত হবে। কেন্দ্রীয় সভাপতি স্বীয় পদের দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্বে উর্ধ্বতন সংগঠন কর্তৃক নিযুক্ত নির্বাচন কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ করবেন।

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

(খ) কেন্দ্রীয় সভাপতি যদি সদস্য পদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন অথবা কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার দুই-তৃতীয়াংশ অথবা অধিকাংশ সদস্যের আস্থা হারিয়ে ফেলেন, তাহলে উদ্বর্তন সংগঠন তাকে অপসারণ করে নতুন সভাপতি নিযুক্ত করতে পারবে।

### কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য

#### ধারাঃ ১৪

- (ক) কেন্দ্রীয় সভাপতি মহান আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) আদেশ পালন ও আনুগত্য করে চলবেন।
- (খ) সংগঠনের উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন, সংগঠনের স্বার্থরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিবেন।
- (গ) জনশক্তির মাঝে ও সংগঠনে নিরপেক্ষতা ও ন্যায় ইনসাফ বজায় রাখবেন।
- (ঘ) সংগঠনের আমানত সমূহের পূর্ণ হেফাজত করবেন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন।
- (ঙ) আয় ব্যয়ের হিসাবে স্বচ্ছতা ও আমানতদারিতা নিশ্চিত করবেন এবং সর্বস্তরে অডিটের সুব্যবস্থা করবেন।
- (চ) নিজে পরিচালনা বিধি ও ঐতিহ্য মেনে চলবেন।
- (ছ) ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক নষ্টকারী যাবতীয় গর্হিত কাজ নিজে করবেন না এবং কাউকে করতে দিবেন না।
- (জ) উদ্বর্তন সংগঠনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে কার্য সম্পাদন করবেন।

### কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভা

#### ধারাঃ ১৫

- (ক) কেন্দ্রীয় সভাপতিকে সহযোগিতা করা ও পরামর্শ দেয়ার জন্য একটি পরামর্শ সভা থাকবে যার মেয়াদ হবে দু'বছর।

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

(খ) সদস্যগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্দিষ্ট আনুপাতিক হার মোতাবেক কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভায় সদস্য নির্বাচিত হবে। তবে কোন প্রদেশ প্রতিনিধিত্ব হতে বঞ্চিত হবেনা।

(গ) কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় ইউনিটের ও প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

(ঘ) বিদায়ী পরামর্শ সভা পরবর্তী পরামর্শ সভায় সদস্যগণের প্রতিনিধিত্বের আনুপাতিক হার নির্ধারণ করবেন।

(ঙ) প্রয়োজনবোধ করলে নির্বাচিত সদস্যগণের এক দশমাংশের বেশী হবেনা এমন সংখ্যক সদস্যকে কেন্দ্রীয় সভাপতি কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার সদস্য মনোনীত করতে পারবেন।

(চ) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য যদি কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার সদস্য না হন তিনি পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার সদস্য হবেন।

### কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার অধিবেশন

#### ধারাঃ ১৬

(ক) কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার সাধারণ অধিবেশন বছরে কমপক্ষে ০২(টি) করতে হবে। তবে কেন্দ্রীয় সভাপতি প্রয়োজনবোধ করলে অথবা কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার এক তৃতীয়াংশ সদস্য প্রয়োজনবোধ করলে এবং লিখিতভাবে দাবী জানালে কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার জরুরী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে অধিবেশনের কোরাম হবে। তবে কোরামের অভাবে কোন অধিবেশন মূলতবী হলে মূলতবী অধিবেশনের জন্য আর কোন কোরামের প্রয়োজন হবেনা।

### কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার ক্ষমতা

#### ধারাঃ ১৭

(ক) বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট অনুমোদন।

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

- (খ) কেন্দ্রীয় সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণের কাজ-কর্মের তত্ত্বাবধান।
- (গ) অধঃস্তন সংগঠন সমূহের কাজ তদারক ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করা।
- (ঘ) কেন্দ্রীয় সভাপতি ও কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে তা মীমাংসার জন্য উর্ধ্বতন সংগঠনের নিকট পেশ করতে হবে।

### কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার কর্তব্য

#### ধারাঃ ১৮

সামষ্টিকভাবে কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার এবং ব্যক্তিগতভাবে এর প্রত্যেক সদস্যের কর্তব্য হবে নিম্নরূপঃ

- (ক) মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্য ও আদেশ পালনকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দেয়া।
- (খ) কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার অধিবেশন সমূহে নিয়মিত যোগদান করা।
- (গ) প্রত্যেক বিষয়ে নিজের ইলম, ঈমান ও বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী স্থায়ী মত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা।
- (ঘ) সংগঠনের কোথাও কোন ত্রুটি দেখলে তা দূর করার চেষ্টা করা।
- (ঙ) সংগঠনের ভেতর স্বতন্ত্র গ্রুপ সৃষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকা ও জনশক্তিতে বিরত রাখা।
- (চ) নিজে ও জনশক্তি পরিচালনা বিধি মেনে চলেন কিনা তার দিকে লক্ষ্য রাখা।

### কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার সদস্যের পদচ্যুতি

#### ধারাঃ ১৯

কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার কোন সদস্যের মাঝে নিম্নোক্ত কোন কারণ পাওয়া গেলে তিনি পরামর্শ সভার সদস্য থেকে পদচ্যুত হবেনঃ

- (ক) এই সংগঠনের সদস্য পদ মূলতবী হলে অথবা
- (খ) সদস্য পদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেললে অথবা

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

- (গ) কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভায় পর পর দু'টি অধিবেশনে শরয়ী ওজর ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকলে অথবা
- (ঘ) পরামর্শ সভার সদস্য পদে ইস্তফা দিলে এবং কেন্দ্রীয় সভাপতি সেই ইস্তফা গ্রহণ করলে।
- (ঙ) নির্বাচনী এলাকায় সদস্যগণের দুই তৃতীয়াংশ তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করলে অথবা
- (চ) তিনি তার নির্বাচনী এলাকা থেকে স্থায়ী ভাবে স্থানান্তরিত হলে।
- তবে নিম্নের দু'টি কারণ ঘটলে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সংগঠন থেকে বহিস্কার করা যাবে।
- (ক) দেশের স্বার্থ বিরোধী কোন কাজ করলে।
- (খ) সংগঠনের নিয়ম শৃঙ্খলার ও নীতি বিরোধী কোন কাজ করলে যাতে সংগঠনের নৈতিক প্রভাব ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

### কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ

ধারাঃ ২০

- (ক) কেন্দ্রীয় সভাপতি কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার সাথে পরামর্শ করে দু'বছরের জন্য একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করবেন।
- (খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যগণ কেন্দ্রীয় সভাপতির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করবেন।
- (গ) দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন এবং পরামর্শ সভার সিদ্ধান্ত নাই এমন কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সভাপতিকে সিদ্ধান্ত নিতে হলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সাথে আলাপ করে তা করবেন। তবে তা পরবর্তী কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভায় অনুমোদন করে নিতে হবে।
- (ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদের বৈঠক মাসে কমপক্ষে ০১(একটি) হতে হবে।

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

- (ঙ) কেন্দ্রীয় সভাপতি প্রয়োজনবোধ করলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দুই পঞ্চমাংশের বেশী হবেনা এমন সংখ্যক সদস্যকে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য মনোনীত করতে পারবেন।
- (চ) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হবার পর যতদিন তিনি এর সদস্য থাকবেন একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ততদিন তিনি কেন্দ্রের তালিকাভুক্ত জনশক্তি হিসেবে পরিগণিত হবেন।
- (ছ) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্যের পদ শূন্য হলে দু'মাসের মধ্যে তা পূরণ করে নিতে হবে।
- (জ) কেন্দ্রীয় সংগঠনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ, সংগঠনের নির্দেশ ও পরিকল্পনা সকল স্তরে পৌঁছানো ও বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করাই হবে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ ও এর সদস্যদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রতি মাসে নিয়মিত বৈঠকের মাধ্যমে সামগ্রিক কাজের রিপোর্ট পর্যালোচনা ও পুনঃপদক্ষেপ গ্রহণ কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্যতম কর্তব্য বলে বিবেচিত হবে।
- (জ) কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি ও অন্যান্য বিভাগীয় দায়িত্বশীলগন দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্বে কেন্দ্রীয় সভাপতির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করবেন।
- (ঝ) কাজের সুবিধার্থে বিশেষ প্রয়োজনে প্রাদেশিক ও শহর সংগঠনের সাংগঠনিক সীমা নির্ধারণ করতে পারবেন।

### উপদেষ্টা মণ্ডলী

ধারাঃ ২১

- (ক) কেন্দ্রীয় সভাপতিকে পরামর্শ ও সহযোগিতা করার জন্য এক বা একাধিক উপদেষ্টা থাকবে।
- (খ) যতদিন তিনি উপদেষ্টা থাকবেন ততদিন তিনি কেন্দ্রের তালিকাভুক্ত জনশক্তি হিসেবে পরিগণিত হবেন।

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

(গ) দ্বীন-ইসলাম ও সংগঠনের পবিত্র পরিবেশ রক্ষা এবং সংগঠন কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনই হবে উপদেষ্টাগণের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

### জেনারেল সেক্রেটারি

ধারাঃ ২২

(ক) প্রবাসী কেন্দ্রীয় সংগঠনের ০১(এক) জন জেনারেল সেক্রেটারি থাকবেন।

(খ) কেন্দ্রীয় সভাপতি পরামর্শ সভার সাথে পরামর্শ করে তাকে নিযুক্ত করবেন।

(গ) জেনারেল সেক্রেটারি দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে কেন্দ্রীয় সভাপতির নিকট তিনি শপথ গ্রহণ করবেন।

(ঘ) কেন্দ্রীয় সভাপতির কার্য সম্পাদনে সর্বতোভাবে সহযোগিতাদান, যাবতীয় কাজের রিপোর্ট তৈরি, ফাইলপত্র ও রেকর্ড সংরক্ষণ এবং শাখা সমূহের তদারকি ও বিভাগীয় সেক্রেটারিদের কার্যক্রমের তত্ত্বাবধায়ন হবে তার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(ঙ) সহকারী সেক্রেটারির উপর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও জেনারেল সেক্রেটারি কর্তৃক যে সব দায়িত্ব অর্পণ করা হবে তা পালন করাই হবে সহকারী সেক্রেটারির কর্তব্য।

(চ) প্রয়োজনে জেনারেল সেক্রেটারীর অনুপস্থিতিতে তাকে (সহকারী সেক্রেটারি) দায়িত্ব পালন করতে হবে।

### প্রাদেশিক সংগঠন

ধারাঃ ২৩

(ক) প্রাদেশিক সভাপতি, প্রাদেশিক পরামর্শ সভা এবং প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী পরিষদ সমন্বয়ে প্রাদেশিক সংগঠন গঠিত হবে।

(খ) প্রাদেশিক সংগঠন সরাসরি কেন্দ্রীয় সংগঠনের অধীনে থাকবে।

## প্রাদেশিক সভাপতি

ধারাঃ ২৪

- (ক) প্রদেশের সদস্যগণের গোপন ভোটে প্রাদেশিক সভাপতি নিযুক্ত হবেন হবেন।
- (খ) প্রাদেশিক সভাপতি দু'বছরের জন্য নিযুক্ত হবেন।
- (গ) প্রাদেশিক সভাপতি নিযুক্তি লাভের পর কেন্দ্রীয় সভাপতি বা তার প্রতিনিধির সম্মুখে তিনি শপথ গ্রহণ করবেন।
- (ঘ) প্রাদেশিক সভাপতি তাঁর কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সংগঠন এবং প্রাদেশিক পরামর্শ সভার নিকট দায়ী থাকবেন।
- (ঙ) প্রাদেশিক সভাপতি যদি সদস্য পদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন অথবা প্রাদেশিক পরামর্শ সভার সদস্যদের দু'তৃতীয়াংশের অথবা অধিকাংশ সদস্যের আস্থা হারিয়ে ফেলেন, তাহলে কেন্দ্রীয় সংগঠন তাঁকে অপসারণ করে অস্থায়ী ভিত্তিতে একজনকে সভাপতি নিযুক্ত করে দ্রুত নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

## প্রাদেশিক সভাপতির কর্তব্য

ধারাঃ ২৫

- প্রাদেশিক সভাপতি তাঁর সাংগঠনিক এলাকায় সাংগঠনিক নিয়ম শৃঙ্খলা বিধানের জন্য দায়িত্বশীল হবেন এবং তাঁর কর্তব্য নিম্নরূপ হবেঃ
- (ক) এই সংগঠনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন।
  - (খ) স্থায়ী এলাকার কাজকর্ম সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সংগঠনকে অবহিতকরণ এবং কেন্দ্রীয় সংগঠনের অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন।
  - (গ) সদস্যগণ এবং অধঃস্তন সংগঠনের মানোন্নয়নের জন্য সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালানো।
  - (ঘ) নিজের যাবতীয় কাজ ও স্বার্থের চেয়ে সংগঠনের কাজ ও স্বার্থকে অগ্রাধিকার প্রদান।
  - (ঙ) সদস্যদের মধ্যে নিরপেক্ষতা ও ন্যায্যপরায়ণতার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালা করণ।



(চ) আয়-ব্যয়ের হিসেবে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করণ।

### প্রাদেশিক পরামর্শ সভা

ধারাঃ ২৬

(ক) প্রদেশের বিদায়ী পরামর্শ সভা প্রত্যেক নির্বাচনের পূর্বে প্রাদেশিক পরামর্শ সভায় শহর সদস্যগণের প্রতিনিধিত্বের আনুপাতিক হার নির্ধারণ করবে। কিন্তু কোন শহর প্রতিনিধিত্ব হতে বঞ্চিত হবে না।

(খ) প্রদেশের বিদায়ী পরামর্শ সভা কর্তৃক নির্ধারিত হারে প্রাদেশিক ইউনিটের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

(গ) পরামর্শ সভার নির্বাচিত সদস্যগণ দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রদেশের সদস্যগণের মধ্য হতে নির্বাচিত পরামর্শ সভার এক পঞ্চমাংশ পরামর্শ সভার সদস্য নির্বাচিত করবেন।

(ঘ) পরামর্শ সভার সদস্য নন প্রদেশ কার্যনির্বাহী পরিষদের এমন সদস্যগণ পদাধিকার বলে প্রাদেশিক পরামর্শ সভার সদস্য হবেন।

(ঙ) প্রাদেশিক সভাপতি পরামর্শ সভার সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে অনধিক তিনজন সদস্যকে প্রাদেশিক পরামর্শ সভায় মনোনীত করতে পারবেন।

(চ) প্রাদেশিক সভাপতি পদাধিকার বলে প্রাদেশিক পরামর্শ সভার সভাপতি হবেন।

(ছ) প্রাদেশিক পরামর্শ সভা দুবছরের জন্য গঠিত হবে।

(জ) প্রাদেশিক পরামর্শ সভার সদস্যগণ প্রাদেশিক সভাপতির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করবেন।

### প্রাদেশিক পরামর্শ সভার অধিবেশন

ধারাঃ ২৭

(ক) প্রাদেশিক পরামর্শ সভার সাধারণ অধিবেশন বছরে কমপক্ষে ০৪(চারটি) হবে। তবে প্রাদেশিক সভাপতি প্রয়োজনবোধ করলে অথবা প্রাদেশিক পরামর্শ

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

সভার এক তৃতীয়াংশ সদস্য লিখিতভাবে দাবি করলে প্রাদেশিক পরামর্শ সভার জরুরী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) পরামর্শ সভার এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে অধিবেশনের কোরাম হবে। তবে কোরামের অভাবে কোন অধিবেশন মূলতবী হলে মূলতবী অধিবেশনের জন্য কোরামের প্রয়োজন হবে না।

(গ) প্রাদেশিক সভাপতি ও প্রাদেশিক পরামর্শ সভার মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে তা মীমাংসার জন্য কেন্দ্রীয় সংগঠনের নিকট পেশ করতে হবে।

### প্রাদেশিক পরামর্শ সভার কর্তব্য

ধারাঃ ২৮

সামষ্টিকভাবে প্রাদেশিক পরামর্শ সভার এবং ব্যক্তিগতভাবে এর প্রত্যেক সদস্যের কর্তব্য হবেঃ

(ক) মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য ও আদেশ পালনকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া।

(খ) পরামর্শ সভার অধিবেশন সমূহে নিয়মিত যোগদান করা।

(গ) প্রত্যেক বিষয়ে নিজের ইলম, ঈমান ও বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী স্থায়ী মত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা।

(ঘ) সংগঠনের কাজে কোথাও কোন ত্রুটি দেখলে তা দূর করার চেষ্টা করা।

### প্রাদেশিক পরামর্শ সভার ক্ষমতা

ধারাঃ ২৯

(ক) বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট অনুমোদন।

(খ) প্রাদেশিক সভাপতি ও প্রদেশ কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যদের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান।

(গ) অধঃস্তন সংগঠন সমূহের কাজ তদারক ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করা।

### প্রাদেশিক পরামর্শ সভার সদস্যের পদচ্যুতি

ধারাঃ ৩০

প্রাদেশিক পরামর্শ সভার কোন সদস্যের মাঝে নিম্নোক্ত কোন কারণ পাওয়া গেলে তিনি পরামর্শ সভার সদস্য থেকে পদচ্যুত বলে গণ্য হবেনঃ

- (ক) এই সংগঠনের সদস্যপদ মূলতবী হলে অথবা
- (খ) সদস্যপদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেললে অথবা
- (গ) পরামর্শ সভার পর পর দুটি অধিবেশনে শরয়ী ওজর ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকলে অথবা
- (ঘ) পরামর্শ সভার সদস্যপদে ইস্তফা দিলে এবং প্রাদেশিক সভাপতি সেই ইস্তফা গ্রহণ করলে অথবা
- (ঙ) নির্বাচনী এলাকার সদস্যগণের দুতৃতীয়াংশ তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করলে অথবা
- (চ) স্থায়ী নির্বাচনী এলাকা থেকে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হলে।

তবে নিম্নের দুটি কারণ ঘটলে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা যাবে।

- (ছ) দেশের স্বার্থ বিরোধী কোন কাজ করলে।
- (জ) সংগঠনের নিয়ম শৃঙ্খলা ও নীতিবিরোধী কোন কাজ করলে যাতে সংগঠনের নৈতিক প্রভাব ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

### প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী পরিষদ

ধারাঃ ৩১

(ক) প্রাদেশিক সভাপতি প্রাদেশিক পরামর্শ সভার সাথে পরামর্শ করে প্রাদেশিক সহ-সভাপতি (যদি থাকেন) প্রাদেশিক সেক্রেটারি, প্রাদেশিক সহকারী সেক্রেটারি (যদি থাকেন), প্রাদেশিক সহযোগিতা সেক্রেটারি এবং

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভাগীয় সেক্রেটারি সমন্বয়ে প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করবেন।

(খ) প্রাদেশিক সভাপতি পদাধিকার বলে প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি হবেন।

(গ) প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী পরিষদ দুবছরের জন্য গঠিত হবে।

(ঘ) প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন হবার পর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ প্রাদেশিক সভাপতির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করবেন। অতঃপর কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যগণের মধ্যে বিভাগীয় দায়িত্ব বণ্টন করবেন।

(ঙ) প্রাদেশিক সেক্রেটারি প্রাদেশিক সংগঠনের রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ, রিপোর্ট ও প্রাদেশিক সভাপতি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন, প্রাদেশিক সহযোগিতা সেক্রেটারি আয়-ব্যয়ের অর্থ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন এবং প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্য সদস্যগণ প্রাদেশিক সভাপতি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

(চ) প্রাদেশিক সহ-সভাপতি (যদি থাকেন), প্রাদেশিক সেক্রেটারি, প্রাদেশিক সহকারী সেক্রেটারি (যদি থাকেন), প্রাদেশিক সহযোগিতা সেক্রেটারি এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্য সদস্যগণ তাঁদের কাজের জন্য প্রাদেশিক সভাপতি ও প্রাদেশিক পরামর্শ সভার নিকট দায়ী থাকবেন।

(ছ) প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী পরিষদের নিয়মিত বৈঠক কমপক্ষে মাসে একটি হবে। প্রাদেশিক সভাপতি যখনি প্রয়োজন বোধ করবেন প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী পরিষদের জরুরী বৈঠক ডাকতে পারবেন।

(জ) প্রাদেশিক পরামর্শ সভার অধিবেশন আহ্বান করা সম্ভব হচ্ছে না এমতাবস্থায় জরুরী সাংগঠনিক জটিলতা নিরসনের জন্য প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। তবে প্রাদেশিক পরামর্শ সভার পরবর্তী অধিবেশনে তা অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

(বা) প্রাদেশিক পরামর্শ সভা ও প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য নন এমন সদস্য যারা প্রদেশের কাজে সম্পৃক্ত হবেন তাদেরকে প্রদেশ ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজ করতে হবে।

### প্রাদেশিক সহ-সভাপতি

ধারাঃ ৩২

প্রাদেশিক সভাপতি প্রয়োজন মনে করলে প্রাদেশিক পরামর্শ সভার সাথে আলোচনা করে কেন্দ্রীয় সংগঠনের অনুমোদন ক্রমে প্রাদেশিক সহ-সভাপতি নিয়োগ করতে পারবেন।

### প্রাদেশিক সেক্রেটারি

ধারাঃ ৩২

(ক) প্রাদেশিক সভাপতি স্বীয় পরামর্শ সভার সাথে পরামর্শ করে প্রাদেশিক সেক্রেটারি নিয়োগ ও পরিবর্তন করতে পারবেন।

(খ) প্রাদেশিক সেক্রেটারি স্বীয় দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে প্রাদেশিক সভাপতির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করবেন।

(গ) প্রাদেশিক সেক্রেটারি যাবতীয় কাজ কর্মে প্রাদেশিক সভাপতির সাহায্যকারী ও প্রতিনিধি হবেন।

(ঘ) সহকারী সেক্রেটারির উপর প্রাদেশিক সভাপতি ও সেক্রেটারি কর্তৃক যে সব দায়িত্ব অর্পণ করা হবে তা পালন করাই হবে সহকারী সেক্রেটারির কর্তব্য।

(ঙ) প্রয়োজনে সেক্রেটারীর অনুপস্থিতিতে তাকে (সহকারী সেক্রেটারি) দায়িত্ব পালন করতে হবে।

### মহিলা বিভাগ

ধারাঃ ৩৪

(ক) মহিলা অঙ্গনে সংগঠনের কাজ গতিশীল করার জন্য কোন প্রদেশে ২০ (বিশ) বা তদূর্ধ্ব মহিলা সদস্য থাকলে সেখানে প্রাদেশিক সভাপতি পরামর্শ

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

সভার সাথে পরামর্শ করে প্রাদেশিক মহিলা পরামর্শ সভার আসন সংখ্যা ও এলাকা নির্ধারণ করবেন।

(খ) সদস্যগণের ভোটে মহিলা বিভাগীয় পরামর্শ সভা নির্বাচিত হবে। মহিলা পরামর্শ সভার নির্বাচনের পর এর প্রত্যেক সদস্য প্রাদেশিক সভাপতি বা তাঁর প্রতিনিধির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করবেন।

(গ) প্রাদেশিক সভাপতি প্রাদেশিক পরামর্শ সভার সাথে পরামর্শ করে মহিলা পরামর্শ সভার নির্বাচিত মোট সদস্যের এক পঞ্চমাংশ মহিলা পরামর্শ সভায় মনোনয়ন দিতে পারবেন।

(ঘ) প্রাদেশিক সভাপতি প্রাদেশিক পরামর্শ সভার সাথে পরামর্শ করে এক জনকে প্রাদেশিক মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি নিযুক্ত করবেন। মহিলা বিভাগীয় সেক্রেটারি নিযুক্তির পর তিনি প্রাদেশিক সভাপতি বা তাঁর প্রতিনিধির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করবেন।

(ঙ) মহিলা বিভাগীয় পরামর্শ সভায় ও প্রাদেশিক বিভাগীয় পরামর্শ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রাদেশিক মহিলা বিভাগীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হবে এবং মহিলা বিভাগীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন হবার পর এর সদস্যগণ প্রাদেশিক সভাপতি বা তাঁর প্রতিনিধির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করবেন।

### শহর সংগঠন

#### ধারাঃ ৩৫

(ক) কোন শহর বা জনপদে কমপক্ষে ১০ (দশ) জন সদস্য হলে সেখানে শহর সংগঠন গঠিত হবে।

(খ) কমপক্ষে ৩(তিন) বা তার অধিক এলাকা নিয়ে শহর সংগঠন গঠিত হবে।

## শহর সভাপতি

ধারাঃ ৩৬

(ক) শহর শাখার অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটে দুবছরের জন্য শহর সভাপতি নিযুক্ত হবেন।

(খ) শহর সভাপতি প্রাদেশিক সভাপতি অথবা তাঁর প্রতিনিধির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করবেন।

(গ) শহর সভাপতি স্বীয় কাজের জন্য প্রাদেশিক সভাপতি ও শহর পরামর্শ সভার নিকট দায়ী থাকবেন।

(ঘ) শহর সভাপতি যদি সদস্য পদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন অথবা এই সংগঠনের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন অথবা শহরে অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ সদস্যের আস্থা হারিয়ে ফেলেন, তাহলে প্রাদেশিক সভাপতি প্রাদেশিক পরামর্শ সভার পরামর্শক্রমে তাকে অপসারণ করতে পারবেন।

## শহর সভাপতির কর্তব্য

ধারাঃ ৩৭

(ক) শহর সভাপতি স্বীয় এলাকায় সাংগঠনিক নিয়ম শৃঙ্খলা বিধানের জন্য দায়িত্বশীল হবেন।

(খ) তিনি স্বীয় এলাকায় সংগঠনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(গ) তিনি স্বীয় সাংগঠনিক তৎপরতা সম্পর্কে প্রাদেশিক সভাপতিকে অবহিত রাখবেন।

(ঘ) তিনি প্রাদেশিক সভাপতি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সমূহ পালন করবেন।

(ঙ) আয়-ব্যয়ের হিসেবে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবেন।

## শহর পরামর্শ সভা

ধারাঃ ৩৮

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

- (ক) কোন শহরে কমপক্ষে ১৫ (পনের) জন সদস্য থাকলে সেই শহরে শহর পরামর্শ সভা গঠিত হবে। বিদায়ী পরামর্শ সভা পরবর্তী শহর পরামর্শ সভার সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করবে। তবে যেই শহরে পরামর্শ সভা গঠিত হবে না সেই শহরে সদস্য বৈঠক পরামর্শ সভার বিকল্প হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।
- (খ) সদস্যদের প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটে শহর পরামর্শ সভার সদস্য নির্বাচিত হবে। তবে কোন এলাকা সংগঠন প্রতিনিধিত্ব হতে বঞ্চিত হবেনা।
- (গ) শহর ইউনিট যদি থাকে তারও প্রতিনিধিত্ব শহর পরামর্শ সভায় থাকবে।
- (ঘ) পরামর্শ সভার সদস্য নন শহর কার্যনির্বাহী পরিষদের এমন সদস্যগণ পদাধিকার বলে শহর পরামর্শ সভার সদস্য হবেন।
- (ঙ) শহর সভাপতি নব নির্বাচিত শহর পরামর্শ সভার সাথে পরামর্শ করে অনধিক তিনজন সদস্যকে শহর পরামর্শ সভায় মনোনীত করতে পারবেন।
- (চ) শহর সভাপতি পদাধিকার বলে শহর পরামর্শ সভার সভাপতি হবেন।
- (ছ) শহর পরামর্শ সভা দু বছরের জন্য গঠিত হবে।
- (জ) শহর পরামর্শ সভার সদস্যগণ শহর সভাপতির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করবেন।
- (ঝ) শহর পরামর্শ সভার অধিবেশন বছরে ৪টি হবে।
- (ঞ) শহর সভাপতি প্রয়োজন বোধ করলে অথবা প্রাদেশিক সভাপতি নির্দেশ দিলে অথবা শহর পরামর্শ সভার এক তৃতীয়াংশ সদস্য লিখিতভাবে দাবি করলে শহর পরামর্শ সভার জরুরী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।
- (ট) শহর পরামর্শ সভার এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে অধিবেশনের কোরাম হবে। তবে কোরামের অভাবে কোন অধিবেশন মূলতবী হলে মূলতবী অধিবেশনের জন্য কোরাম প্রয়োজন হবে না।
- (ঠ) শহর সভাপতি ও শহর পরামর্শ সভার মধ্যে কোন বিষয়ে মত বিরোধ দেখা দিলে তা মীমাংসার জন্য প্রাদেশিক সভাপতির নিকট পেশ করতে হবে।

### শহর পরামর্শ সভার কর্তব্য

ধারাঃ ৩৯



## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

সামষ্টিকভাবে শহর পরামর্শ সভার এবং ব্যক্তিগতভাবে এর প্রত্যেক সদস্যের কর্তব্য হবেঃ

- (ক) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্য ও আদেশ পালনকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দেয়া।
- (খ) শহর পরামর্শ সভার অধিবেশন সমূহে নিয়মিত যোগদান করা।
- (গ) প্রত্যেক বিষয়ে নিজের ইলম, ঈমান ও বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী স্বীয় মত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা।
- (ঘ) সংগঠনের কাজে কোথাও কোন ত্রুটি দেখলে তা দূর করার চেষ্টা করা।

### শহর পরামর্শ সভার ক্ষমতা

ধারাঃ ৪০

- (ক) প্রাদেশিক সংগঠনের বার্ষিক পরিকল্পনার নিরিখে শহরের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাজেট অনুমোদন।
- (খ) শহরের বার্ষিক রিপোর্ট অনুমোদন।
- (গ) শহর সভাপতি ও শহর কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যদের কাজ কর্মের তত্ত্বাবধান।
- (ঘ) অধঃস্তন সংগঠনের তত্ত্বাবধান, সম্প্রসারণ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা।

### শহর পরামর্শ সভার সদস্যের পদচ্যুতি

ধারাঃ ৪১

নিম্নোক্ত অবস্থায় শহর পরামর্শ সভার কোন সদস্য পদচ্যুত বলে গণ্য হবেনঃ

- (ক) এই সংগঠনের সদস্য পদ মূলতবী হলে অথবা
- (খ) সদস্য পদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেললে অথবা
- (গ) পরামর্শ সভার পর পর দুটি অধিবেশনে শরয়ী ওজর ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকলে অথবা
- (ঘ) পরামর্শ সভার সদস্যপদে ইস্তফা দিলে ও শহর সভাপতি সেই ইস্তফা গ্রহণ করলে অথবা

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

(ঙ) নির্বাচনী এলাকা থেকে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হলে।

তবে নিম্নের দুটি কারণ ঘটলে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সংগঠন থেকে বহিস্কার করা যাবে।

(চ) দেশের স্বার্থ বিরোধী কোন কাজ করলে।

(ছ) সংগঠনের নিয়ম শৃঙ্খলা ও নীতি বিরোধী কোন কাজ করলে যাতে সংগঠনের নৈতিক প্রভাব ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

### শহর কার্যনির্বাহী পরিষদ

ধারাঃ ৪২

(ক) শহর সভাপতি শহর পরামর্শ সভার সাথে পরামর্শ করে শহর সেক্রেটারি, শহর সহকারী সেক্রেটারি (যদি থাকেন), শহর সহযোগিতা সেক্রেটারি এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভাগীয় সেক্রেটারি ও সদস্য সমন্বয়ে শহর কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করবেন।

(খ) শহর সভাপতি পদাধিকার বলে শহর কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি হবেন।

(গ) শহর কার্যনির্বাহী পরিষদ দুবছরের জন্য গঠিত হবে।

(ঘ) শহর সেক্রেটারি, শহর সহকারী সেক্রেটারি (যদি থাকেন), শহর সহযোগিতা সেক্রেটারি ও শহর কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্য সদস্যগণ নিযুক্তি লাভের পর শহর সভাপতির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করবেন।

(ঙ) শহর সেক্রেটারি শহর সংগঠনের রিপোর্ট ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ এবং শহর সভাপতি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কর্তব্য পালন করবেন, শহর সহযোগিতা সেক্রেটারি সহযোগিতার অর্থ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন এবং শহর কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্য সদস্যগণ শহর সভাপতি কর্তৃক অর্পিত কর্তব্য পালন করবেন।

(চ) শহর সেক্রেটারি, শহর সহকারী সেক্রেটারি (যদি থাকেন), শহর সহযোগিতা সেক্রেটারি এবং শহর কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্য সদস্যগণ তাঁদের কাজের জন্য শহর সভাপতির নিকট দায়ী থাকবেন।

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

(ছ) শহর কার্যনির্বাহী পরিষদের নিয়মিত বৈঠক কমপক্ষে প্রতি মাসে একটি হবে। শহর সভাপতি যখনি প্রয়োজন বোধ করবেন শহর কার্যনির্বাহী পরিষদের জরুরী বৈঠক ডাকতে পারবেন।

### শহর সেক্রেটারি

ধারাঃ ৪৩

(ক) শহর সভাপতি শহর পরামর্শ সভার সাথে পরামর্শ করে শহর সেক্রেটারি নিয়োগ ও অব্যাহতি প্রদান করতে পারবেন।

(খ) শহর সভাপতি, শহর সেক্রেটারির উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করবেন তা পালনে তিনি বাধ্য থাকবেন।

### শহর মহিলা বিভাগ

ধারাঃ ৪৪

(ক) কোন শহরে পনেরো বা তদূর্ধ্ব মহিলা সদস্য থাকলে সে শহরে মহিলা সদস্যগণের ভোটে মহিলা বিভাগীয় পরামর্শ সভা গঠন করা হবে।

(খ) শহর সভাপতি শহর পরামর্শ সভার সাথে পরামর্শ করে মহিলা বিভাগীয় পরামর্শ সভার আসন সংখ্যা ও এলাকা নির্ধারণ করবেন।

(গ) মহিলা বিভাগীয় পরামর্শ সভার নির্বাচনের পর এর প্রত্যেক সদস্য শহর সভাপতি বা তাঁর প্রতিনিধির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করবেন।

(ঘ) শহর সভাপতি শহর পরামর্শ সভার সাথে পরামর্শ করে মহিলা বিভাগীয় পরামর্শ সভার নির্বাচিত মোট সদস্যের এক পঞ্চমাংশ সদস্যকে মহিলা পরামর্শ সভায় মনোনয়ন দিতে পারবেন।

(ঙ) শহর সভাপতি শহর পরামর্শ সভার সাথে পরামর্শ করে এক জনকে শহর মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি নিযুক্ত করবেন। মহিলা বিভাগীয় সেক্রেটারি নিযুক্তি লাভের পর তিনি শহর সভাপতি বা তাঁর প্রতিনিধির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করবেন।

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

(চ) শহর পরামর্শ সভা ও মহিলা বিভাগীয় পরামর্শ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য শহর মহিলা কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হবে এবং মহিলা বিভাগীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যগণ শহর সভাপতি বা তাঁর প্রতিনিধির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করবেন।

### এলাকা সংগঠন

#### ধারাঃ ৪৫

- (ক) তিন বা তার অধিক উপশাখা নিয়ে এলাকা সংগঠন গঠিত হবে।
- (খ) উপশাখা সংগঠনের তদারকি, নূতন নূতন উপশাখা সংগঠন কয়েমই হবে এলাকা সংগঠনের প্রধান কর্তব্য।
- (গ) এলাকা সভাপতি, সেক্রেটারি ও প্রয়োজনে আরো তিনজন সদস্য/সদস্যা বা কর্মী নিয়ে এলাকা টিম গঠন করবেন।
- (ঘ) এলাকা সংগঠনের দায়িত্বশীল নির্বাচন/নিযুক্তি এক বছরের জন্য হবে।

### উপশাখা সংগঠন

#### ধারাঃ ৪৬

- (ক) সদস্য ও কর্মী মিলে কোথাও কমপক্ষে ০৪(চার) জনশক্তি থাকলে সেখানে উপশাখা সংগঠন কয়েম করা যাবে। অপরদিকে কর্মী ও প্রাথমিক সদস্য মিলে কমপক্ষে যেখানে ০৪(চার) জন হবেন অথবা যেখানে ০৪(চার) জন প্রাথমিক সদস্য থাকবেন সেখানে দাওয়াতি সেল গঠন করা যাবে।
- (খ) উপশাখা সংগঠন এলাকা সংগঠনের অধীন হবে। তবে কোন বিচ্ছিন্ন জনপদে যদি কোন উপশাখা গঠিত হয় প্রয়োজনে তা প্রাদেশিক বা শহর সংগঠনের তদারকিতে একটা সময় পর্যন্ত রাখা যাবে।
- (গ) উপশাখা/দাওয়াতি সেলে দায়িত্বশীল নির্বাচন/নিযুক্তি এক বছরের জন্য হবে।

**ধারাঃ ৪৭**

বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রী ও শিশুদের মাঝে দ্বীনের কাজ গতিশীল করার জন্য কর্মপরিষদে স্বতন্ত্র বিভাগ থাকবে এবং নিয়মিত কাজের পর্যালোচনার ব্যবস্থা থাকবে।

**সহযোগিতা**

**ধারাঃ ৪৮**

- (ক) এই সংগঠনের প্রত্যেক স্তরে আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা থাকবে।
- (খ) অধঃস্তন সংগঠনগুলো উর্ধ্বতন সংগঠনকে নির্দিষ্ট হারে মাসিক সহযোগিতা দিবে।
- (গ) এক্ষেত্রে আয়ের উৎস হবেঃ
১. জনশক্তির মাসিক সহযোগিতা;
  ২. এককালীন দান;
  ৩. শুভাকাজীদের দান;
  ৪. বিবিধ।
- (ঘ) সহযোগিতা তহবিল সংশ্লিষ্ট সভাপতির অধীনে থাকবে।
- (ঙ) সভাপতি সংগঠনের কাজের জন্য তা থেকে অর্থ ব্যয় করার অধিকারী হবেন।
- (চ) এ বিভাগের সেক্রেটারি সহযোগিতা বিষয়ে সভাপতিকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন।
- (ছ) আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে সভাপতি কেন্দ্রীয় সংগঠন, স্থায়ী পরামর্শ সভা কিংবা সদস্য সম্মেলনের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন।
- (জ) এ জন্যে সভাপতি, সহযোগিতা সেক্রেটারি ও কমপক্ষে অপর ১ জন সদস্য সমন্বয়ে ১টি কমিটি থাকবে।

**অডিট**

**ধারাঃ ৪৯**

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

(ক) কেন্দ্রীয় সংগঠনের তত্ত্বাবধানে প্রাদেশিক সহযোগিতা অডিটের জন্য তিন সদস্যের অডিট টিম থাকবে এবং প্রাদেশিক সভাপতি অডিট রিপোর্ট প্রাদেশিক পরামর্শ সভায় পেশের ব্যবস্থা করবে।

(খ) প্রাদেশিক সভাপতি একটি অডিট টিমের মাধ্যমে শহর সহযোগিতা তহবিল অডিটের এবং অডিট রিপোর্ট শহর পরামর্শ সভায় পেশের ব্যবস্থা করবেন।

(গ) শহর সভাপতি শহর অডিট টিমের মাধ্যমে প্রয়োজনে এলাকার আয়-ব্যয়ের অডিট করবে প্রয়োজনে উপশাখা সহযোগিতা তহবিলের অডিটেরও ব্যবস্থা করবেন এবং অডিট রিপোর্ট শহর পরামর্শ সভায় পেশের ব্যবস্থা করবেন।

### সংগঠনে মতবিরোধের সীমা

ধারাঃ ৫০

সংগঠনের কোন সদস্য পরিচালনা বিধির আনুগত্য করে চলার ওয়াদায় স্থির থাকলে কিন্তু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের বাস্তব নিয়ম পদ্ধতির ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্নরূপ হলে তাঁকে সংগঠনের মধ্যে নিম্ন লিখিত রীতি-নীতি সমূহ যথাযথ রূপে মেনে চলতে হবেঃ

(ক) তিনি সংশ্লিষ্ট ফোরামে ভিন্ন মত প্রকাশের পূর্ণ অধিকারী হবেন;

(খ) এ উদ্দেশ্যে কোন প্রেস পত্রিকা, সাধারণ সভার প্লাটফর্ম ব্যবহার করতে পারবেন না;

(গ) কারো সহিত গোপন পরামর্শ করার ও গ্রুপিং সৃষ্টির কোন অধিকার তাঁর থাকবে না;

(ঘ) সংখ্যাধিক্যের ফয়সালাকে সংগঠনের ফয়সালা হিসেবে মেনে তদনুযায়ী কাজ করতে তিনি বাধ্য থাকবেন। অবশ্য নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে সংশ্লিষ্ট বৈঠকে পরিবর্তনের চেষ্টা করার অধিকার তাঁর থাকবে;

(ঙ) তাঁর দ্বিমতের কথা ফোরামের বাইরে প্রকাশ করলে তিনি সংগঠনের দায়িত্বপূর্ণ কোন পদে থাকতে পারবেন না।

## নির্বাচন কমিশন

### ধারাঃ ৫১

(ক) কেন্দ্রীয় সভাপতি নিযুক্তি, কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভা নির্বাচন ও কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী পরিষদ গঠনের ব্যাপারে উর্ধ্বতন সংগঠন কর্তৃক নিযুক্ত নির্বাচন কমিশনার দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) প্রাদেশিক সভাপতি নির্বাচন, প্রাদেশিক পরামর্শ সভা নির্বাচন প্রবাসী সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভা কর্তৃক নিযুক্ত একজন নির্বাচন পরিচালক ও ০৩(তিনজন) সহকারী নির্বাচন পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচন কমিটি দায়িত্ব পালন করবেন।

(গ) শহর সভাপতি ও শহর পরামর্শ সভার নির্বাচনের জন্য প্রাদেশিক পরামর্শ সভা কর্তৃক মনোনীত একজন নির্বাচন পরিচালক ও দুইজন সহকারী নির্বাচন পরিচালক সমন্বয়ে প্রাদেশিক নির্বাচন কমিটি গঠিত হবে।

(ঘ) অধঃস্তন সংগঠনে নির্বাচন পরিচালনার জন্য শহর পরামর্শ সভার প্রত্যেক নির্বাচনের পর তিন সদস্যের শহর নির্বাচন কমিশন কমিটি গঠিত হবে।

(ঙ) প্রাদেশিক ও শহর নির্বাচন কমিটি গঠিত হবার পর সংশ্লিষ্ট সভাপতিগণ স্থায়ী সংগঠনের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যগণের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন।

(চ) গ্রহণযোগ্য কারণে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের এবং প্রাদেশিক সভাপতি ও পরামর্শ সভার নির্বাচন নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হলে ০৩(তিন) মাস পর্যন্ত বিদায়ী সেশন প্রলম্বিত করা যাবে।

## নির্বাচন

### ধারাঃ ৫২

(ক) এই সংগঠনের যে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন কিংবা নিযুক্তিকালে ব্যক্তির মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

আনুগত্য, দেশপ্রেম, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা, সাংগঠনিক নিয়ম-শৃঙ্খলা বিধানের যোগ্যতা, মেজাজের ভারসাম্য, দূরদৃষ্টি, উদ্ভাবন শক্তি, প্রশস্তচিত্ততা, কর্মে দৃঢ়তা, অনড় মনোবল, আমানতদারী এবং সুন্দর আচরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

(খ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন পদের জন্য আকাজ্জিত হওয়া বা এর জন্য চেষ্টা করা উক্ত পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত হওয়ার জন্য অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

(গ) নির্বাচনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্যানভাস করা যাবে না। কারো পক্ষে বা বিপক্ষে গ্রুপ সৃষ্টির চেষ্টা করা যাবে না।

(ঘ) সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাচিত বলে ঘোষিত হবেন।

### ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নিয়োগ ও উপনির্বাচন

ধারাঃ ৫৩

(ক) কেন্দ্রীয় সভাপতিসহ যে কোন স্তরের সভাপতির স্থায়ী সাংগঠনিক কর্মক্ষেত্র থেকে কিছু দিনের জন্য স্বদেশে বা বিদেশে গিয়ে অবস্থান করার প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি সংশ্লিষ্ট পরামর্শ সভা টিমের সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে পরামর্শ সভা টিমের মধ্য থেকে একজনকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নিযুক্ত করবেন।

(খ) কোন কারণে কোন স্তরের সভাপতির পদ ও পরামর্শ সভার আসন স্থায়ীভাবে শূন্য হলে দুই মাসের মধ্যে নিযুক্তি বা নির্বাচনের মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণ করে নিতে হবে। তবে নতুন কার্যকাল শুরুর সময়টি নিকটবর্তী হলে উপনির্বাচন না করলে চলবে।

### পরিচালনা বিধি সংশোধন

ধারাঃ ৫৬

উর্ধ্বতন সংগঠনের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সংগঠন পরামর্শ সভার সাথে পরামর্শ করে এই পরিচালনা বিধি সংশোধন, পরিবর্ধন ও



## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

---

পরিবর্তন করতে পারবেন। তবে এর পূর্বে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে লিখিতভাবে সংশোধনী প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সভাপতির নিকট পৌঁছাতে হবে।

### বিবিধ

#### ধারাঃ ৫৫

এই পরিচালনা বিধিতে নেই কখনো এমন কোন বিষয়ের সম্মুখীন হলে সুবিদিত সাংগঠনিক ঐতিহ্য অনুযায়ী বিষয়টি মীমাংসিত হবে।

#### পরিশিষ্টঃ ১

সদস্যের শপথ নামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

আমি.....পিতা/স্বামী.....যাকে  
প্রবাসী সংগঠনের সদস্য করা হয়েছে, ঘোষণা করছি যে, মহান আল্লাহ ছাড়া আর  
কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আমি আল্লাহ রাক্বুল আলামীনকে সাক্ষী রেখে ওয়াদা করছি যে, আমি-

১। ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনে দ্বীন কায়েমের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি  
ও পরকালীন সাফল্য অর্জন করাই আমার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং এজন্যই আমি  
খালিসভাবে সংগঠনে शामिल হচ্ছি।

২। ফরজ, ওয়াজিব ও হালাল হারামের সীমা সঠিকভাবে মেনে চলবো।

৩। নিয়মিত দাওয়াতি কাজ করবো এবং নিজের মানোন্নয়নের জন্য সদা চেষ্টিত  
থাকবো।

৪। নিয়মিত সাংগঠনিক বৈঠকসমূহে যোগদান করবো।

৫। নিয়মিত আর্থিক কুরবানী করবো।

৬। সংগঠনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য একনিষ্ঠভাবে প্রচেষ্টা চালাবো।

৭। সংগঠনের পরিচালনা বিধি যথাযথভাবে মেনে চলবো।

৮। নিজের কাজ ও স্বার্থের চেয়ে সংগঠনের কাজ ও স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবো।

৯। সংগঠনের সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করবো।

মহান আল্লাহ আমাকে এই ওয়াদা পালন করার তাওফিক দান করুন। আমীন ॥

দস্তখত .....

তারিখ .....

## পরিশিষ্টঃ ২

কেন্দ্রীয় সভাপতি শপথ নামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

আমি.....পিতা..... যাকে  
..... প্রবাসী কেন্দ্রীয় ..... প্রাদেশিক সভাপতি/সহ-  
সভাপতি নির্বাচিত/নিযুক্ত করা হয়েছে, আল্লাহ রাক্বুল আলামীনকে সাক্ষী রেখে ওয়াদা  
করছি যে, আমি-

- ১। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য ও  
আদেশ পালনকে সব কিছুর উপর অগ্রাধিকার দিব ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করবো।
  - ২। প্রবাসী সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্য জান-প্রাণ দিয়ে কাজ করাকে  
আমার প্রধানতম কর্তব্য বলে মনে করবো।
  - ৩। নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত স্বার্থ সুবিধা অপেক্ষা সংগঠনের স্বার্থ ও উহার  
দায়িত্বসমূহকে অগ্রাধিকার দান করবো।
  - ৪। সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে সর্বদাই নিরপেক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের  
ভিত্তিতে ফায়সালা করবো।
  - ৫। সংগঠনের আমানত সমূহের পূর্ণ হিফাজত করবো।
  - ৬। নিজে সংগঠনের পরিচালনা বিধি পূর্ণরূপে মেনে চলবো এবং তদনুযায়ী সংগঠন  
ও শৃঙ্খলা কায়ম করা ও কায়ম রাখার জন্য পূর্ণ মাত্রায় চেষ্টা করবো।
  - ৭। সংগঠন প্রদত্ত দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন এবং সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে  
বাস্তবায়নের আশ্রয় চেষ্টা করবো।
- মহান আল্লাহ আমাকে এই ওয়াদা পালন করার তাওফিক দান করুন। আমীন ॥

দস্তখত .....

তারিখ .....

### পরিশিষ্টঃ ৩

প্রাদেশিক সভাপতি/সহ-সভাপতির শপথ নামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

আমি.....পিতা.....যাকে  
..... প্রবাসী সংগঠনের ..... প্রদেশের প্রাদেশিক  
সভাপতি/সহ-সভাপতি নির্বাচিত/নিযুক্ত করা হয়েছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে  
সাক্ষী রেখে ওয়াদা করছি যে, আমি-

- ১। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য ও  
আদেশ পালনকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেবো।
- ২। সংগঠনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য একনিষ্ঠভাবে প্রচেষ্টা চালাবো।
- ৩। নিজের কাজ ও স্বার্থের চেয়ে সংগঠনের কাজ ও স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবো।
- ৪। সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে সর্বদাই নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে  
ফায়সালা করবো।
- ৫। সংগঠনের পরিচালনা বিধি পূর্ণরূপে মেনে চলবো।
- ৬। সংগঠনের আমানত সমূহের পূর্ণ হিফাজত করবো।
- ৭। সংগঠনের সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করবো।

মহান আল্লাহ আমাকে এই ওয়াদা পালন করার তাওফিক দান করুন। আমীন ॥

দস্তখত .....

তারিখ .....

## পরিশিষ্টঃ ৪

শহর সভাপতি/সহ-সভাপতির শপথ নামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

আমি.....পিতা.....যাকে  
..... প্রবাসী সংগঠনের .....শহর সভাপতি/সহ-  
সভাপতি নির্বাচিত/নিযুক্ত করা হয়েছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রেখে ওয়াদা  
করছি যে, আমি-

- ১। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য ও  
আদেশ পালনকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দেবো।
- ২। স্বীয় এলাকায় সংগঠনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য একনিষ্ঠভাবে প্রচেষ্টা চালাবো।
- ৩। নিজের কাজ ও স্বার্থের চেয়ে সংগঠনের কাজ ও স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবো।
- ৪। সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে সর্বদাই নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে  
ফায়সালা করবো।
- ৫। সংগঠনের পরিচালনা বিধি যথাযথভাবে মেনে চলবো।
- ৬। সংগঠনের আমানত সমূহের পূর্ণ হিফাজত করবো।
- ৭। উর্ধ্বতন সংগঠনের সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করবো।

মহান আল্লাহ আমাকে এই ওয়াদা পালন করার তাওফিক দান করুন। আমীন ॥

দস্তখত .....

তারিখ .....

## পরিশিষ্টঃ ৫

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের **সদস্য/পরামর্শ সভার সদস্যের শপথ নামা**  
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

## পরিচালনা বিধি - বাংলাদেশী প্রবাসী সংগঠন (বি.পি.এস.)

- আমি.....পিতা.....যাকে  
..... প্রবাসী সংগঠনের..... কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী  
পরিষদের/প্রাদেশিক পরামর্শ সভার/শহর পরামর্শ সভার সদস্য নির্বাচিত/মনোনীত  
করা হয়েছে, আল্লাহ রাক্বুল আলামীনকে সাক্ষী রেখে ওয়াদা করছি যে, আমি-
- ১। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য ও  
আদেশ পালনকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেবো।
  - ২। এই সংগঠনের দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও সদস্যগণ এই পরিচালনা বিধির অনুসারী  
আছেন কিনা তার দিকে লক্ষ্য রাখবো।
  - ৩। পরামর্শ সভার অধিবেশনসমূহে শরয়ী ওজর ব্যতীত কখনো অনুপস্থিত থাকবো  
না।
  - ৪। সকল বিষয়ে নিজের ইলম, ঈমান ও বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী স্থায়ী প্রকৃত মত ব্যক্ত  
করবো।
  - ৫। সংগঠনের ভেতর স্বতন্ত্র গ্রুপ সৃষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকবো এবং কাউকে এই  
ধরনের কাজে লিপ্ত দেখলে সংগে সংগে সংশোধনের চেষ্টা করবো।
  - ৬। সংগঠনের কোথাও কোন ত্রুটি দেখলে তা দূর করার জন্য পূর্ণ মাত্রায় চেষ্টা  
করবো।

মহান আল্লাহ আমাকে এই ওয়াদা পালন করার তাওফিক দান করুন। আমীন ॥

দস্তখত .....

তারিখ .....

## পরিশিষ্টঃ ৬

### নির্বাচন পরিচালক/সহকারী নির্বাচন পরিচালকের শপথ নামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি..... পিতা.....  
যাকে.....প্রবাসী সংগঠনের.....  
সাংগঠনিক কমিটির/প্রদেশের/শহরের নির্বাচন পরিচালক/সহকারী নির্বাচন  
পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রেখে ওয়াদা  
করছি যে, আমি-

- ১। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য ও  
আদেশ পালনকে সব কিছুর উপর অগ্রাধিকার দিব ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করব।
- ২। আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে নিজের বা অপর কাহারও ব্যক্তিগত স্বার্থ  
সুবিধা অপেক্ষা সংগঠনের স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দান করব।
- ৩। নিরপেক্ষতা, ন্যায় পরায়নতা ও ইনসাফ সহকারে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিব।
- ৪। সংগঠনের পরিচালনা বিধির অনুসারী ও বাধ্য থাকব।
- ৫। সংগঠনের যা কিছু আমানত আমার নিকট অর্পণ করা হবে তার পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ  
করব।

মহান আল্লাহ আমাকে এই ওয়াদা পালন করার তাওফিক দান করুন। আমীন ॥

দস্তখত .....

তারিখ .....

পরিশিষ্টঃ ৭

মহিলা বিভাগীয় পরামর্শ সভার সদস্যগণের শপথ নামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি.....পিতা.....

যাকে.....প্রবাসী সংগঠনের..... প্রাদেশিক/শহর  
মহিলা পরামর্শ সভার সদস্য নির্বাচিত/মনোনীত করা হয়েছে, আল্লাহ রাব্বুল  
আলামীনকে সাক্ষী রেখে ওয়াদা করছি যে, আমি-

১। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য ও  
আদেশ পালনকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেবো।

২। এই সংগঠনের দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও সদস্যগণ এই পরিচালনা বিধির অনুসারী  
আছেন কিনা তার দিকে লক্ষ্য রাখবো।

৩। মহিলা পরামর্শ সভার অধিবেশনসমূহ হতে শরীয়াত সমর্থিত ওজর ব্যতীত কখনো  
অনুপস্থিত থাকবো না।

৪। সকল বিষয়ে নিজের ইলম, ঈমান ও বিবেক অনুযায়ী স্থায়ী প্রকৃত মত ব্যক্ত  
করবো।

৫। সংগঠনের ভেতর স্বতন্ত্র গ্রুপ সৃষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকবো এবং কাউকে এই  
ধরনের কাজে লিগু দেখলে সংগে সংগে সংশোধনের চেষ্টা করবো।

৬। সংগঠনের কোথাও কোন ত্রুটি দেখলে তা দূর করার জন্য পূর্ণ মাত্রায় চেষ্টা  
করবো।

মহান আল্লাহ আমাকে এই ওয়াদা পালন করার তাওফিক দান করুন। আমীন ॥

দস্তখত .....

তারিখ .....



পরিশিষ্টঃ ৮

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের ও অধঃস্তন সংগঠনের সেক্রেটারি,  
সহকারী সেক্রেটারি, সহযোগিতা সেক্রেটারি, মহিলা বিভাগীয়  
সেক্রেটারি ও কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্যান্য সদস্য/সদস্যার শপথ নামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আমি.....পিতা..... যাকে  
..... প্রবাসী সংগঠনের.....

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি/প্রাদেশিক/শহর সেক্রেটারি, সহকারী সেক্রেটারি,  
সহযোগিতা সেক্রেটারি, মহিলা বিভাগীয় সেক্রেটারি /কার্যনির্বাহী পরিষদের  
সদস্য/সদস্যা নিযুক্ত করা হয়েছে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সাক্ষী রেখে  
ওয়াদা করছি যে, আমি-

- ১। মহান আল্লাহ ও তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য ও  
আদেশ পালনকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেবো।
- ২। নিজের কাজ ও স্বার্থের চেয়ে সংগঠনের কাজ ও স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবো।
- ৩। সংগঠনের পরিচালনা বিধি পূর্ণভাবে মেনে চলবো।
- ৪। আমার ওপর অর্পিত কর্তব্য ও দায়িত্বসমূহ পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বাসপরায়ণতার সাথে  
সম্পন্ন করবো।
- ৫। সংগঠনের আমানত সমূহের পূর্ণ হিফাজত করবো।

মহান আল্লাহ আমাকে এই ওয়াদা পালন করার তাওফিক দান করুন। আমীন ॥

দস্তখত .....

তারিখ .....

পরিচালনা বিধি সংক্রান্ত তথ্যঃ  
অনুমোদনের তারিখঃ ২২ এপ্রিল ২০১৫

**সংশোধনীঃ**

১ম সংশোধনীঃ	২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৬
২য় সংশোধনীঃ	১৭ মার্চ ২০১৭
৩য় সংশোধনীঃ	২২ ফেব্রুয়ারী ২০১৯
৪র্থ সংশোধনীঃ	১৮ জুন ২০২১
৫ম সংশোধনীঃ	১২ ডিসেম্বর ২০২৪